যাও পাখি

সোমেশ প্রসাদ রায়

ভিখু - ভিখারি যে কথা বলেনা, বাঁশি বাজায়
মণি - পাগল, বোঝা যায় উচ্চশিক্ষিত
লালু - হাবিলদার, ব্যক্তিত্বহীন, যেমন হয় আর কী
চোর - সাদামাটা চোর
কমলি - বিগতযৌবনা রূপোপজীবিনী
বাবু - গল্পকার
পাখি - বাচ্চা মেয়ে, স্কুলে যায়
দালাল ১ ও ২ - বেশ্যা বাড়ির দালাল ও মাস্তান
ও ২-৩ জন নামহীন চরিত্র (কল্পক)

এবং অনেকে

১

[পর্দা ওঠে। রাস্তা। সন্ধ্যা বিকেলের আলো। রাস্তায় একটা ছোট কালভার্ট মতো আছে। পেছনে সেতারে বিকেল বা সন্ধ্যার রাগ। নেপথ্যে কবিতা শোনা যায় ঃ

বাসি খাবারের গন্ধে কিছুতেই গলি ছেড়ে নড়তে চায় না হাওয়া।
বুড়োরা গিয়েছে পার্কে ক্ষিধে করতে। পাঁচিলে বেড়াল দিচ্ছে ডন;
কেননা আলসেয় কাক, ঘরে ফেরার আগে। গালে হাত দিয়ে ভাবছে এক বোকা হাবা -
হায়, মেয়েটির আজ পাকা দেখা! পাত্র কিনল মেড-ইন-লন্ডন।
রাস্তায় রজনীগন্ধা হেঁকে যাচ্ছে। কেনো ফুল এক-আধ ডজন।
রোয়াকে বেলাশেষের আড্ডা পুরোদমে। আজ কিন্তু চা শুধু টা নেই।
আকাশটা নিভে গেছে; দেখা গেলে মনে পড়ত কবিতা টবিতা।
দমকল পুরুত গেল ঘন্টা নেড়ে! কিছু একটা ঘটেছে কাছেই।
এখনও পোকায় খায়নি ট্রাঙ্কে তোলা তার সেই সুন্দর ছবিটা।
ঠিকে ঝি বাসন মেজে চলে গেছে। কলে জল পড়ছে তো পড়ছেই,
চোখের জলের মতো। হায়, আজ পাকা দেখা। অমনি পাকা গিন্নি পৃথিবীটা
শাড়ির আঁচলে হাওয়া নেড়ে বলে উঠল - ছেই-ছেই-ছেই। [১]

রাস্তায় ভিখু ভিক্ষে করছে। কালভার্টে গুলতানি। সান্ধ্যভ্রমণ সেরে ফেরা মানুষজন। মানুষের ভিড় ক্রমশ কমে। গুলতানি ভেঙে যায় একসময়। আলো পাল্টায়। সন্ধ্যে গাঢ় হয়। 'খাস খবর'/'জন্মভূমি'র শীর্ষসংগীত শোনা যায়। রাস্তা ফাঁকা হয়ে আসতে থাকে। নটা বাজে। টি.ভি.তে হিন্দি খবরের আওয়াজ হয়। দু-একটা মাতাল। টিউশনি ফেরত দু-একটা বাচ্চা। এদের মধ্যে পাখিও আছে। পেছনে আরেকটা কবিতা ঃ

প্রায়ই আমি রাত্রিকে বলি ঃ শোনো,
আমাকে নিয়ে তুমি যে স্বপ্ন বোনো
তার কিন্তু সত্যিই কোনো মানে নেই
কেননা আমার শান্ত ঘরের কাছেই
সমস্ত সময় আদরের মাটির ভাঙন।
তবে এটাও ঠিক মাঠঘাট যখন ভরে
সোনার রোদে আর পাতার ফিসফিস করে,
যখন ঘরের চালে রিমঝিম ঝরে
আকাশছোওয়া মেঘ নিয়ে শ্রাবণ
বা যখন মেয়েদের হাসি হাওয়ার পরতে
চূর্ণ চূর্ণ আর সেই বিন্দুগুলো শীতল স্রোতে
মেলে আমার মুখের উপর, আমি তখন
মায়াবী চক্করে পড়ি, দু দণ্ডের কুহক-মাতন,
প্রজাপতি নিয়ে ছুটে যেতে চাই নরম
গোধূলির দিকে এবং ঠিক তখনই
পাড় ভাঙার শব্দ। আমার প্রিয় মাটির ধমনী
এইভাবে ছেঁড়ে। একে কি বাস্তবিক বাঁচা বলে,
রাত্রি. তাই বুঝি আমায় বাঁচাতে চাও নানা ছলে।
কিন্তু আমি তো হাড়মজ্জায় অনুভব করি আমার নিশ্বাস
ভাঙনের কাছে সঁপে দেওয়া ভাঙনের ধারেই আমার বাস। [২]

ভিখু কালভার্টের পেছন থেকে ছেঁড়া মাদুর আর একটা চটের থলি বার করে। তার সাত রাজার ধন মানিক আছে এতে। কিছু বার করে খায়। একটু সরে গিয়ে পেছনে ফিরে পেচ্ছাপ করে। বেরিয়ে গিয়ে টিউব-ওয়েল থেকে জল খেয়ে আসে। ফিরে এসে শোবার যোগাড়যন্তর করে। টি.ভি.তে তখন গান হচ্ছে 'কিঁউকি সাঁস ভি কভি বহু থিঁ'। এখন মঞ্চে আলো বলতে শুধু ল্যাম্পপোস্টের আলো। আর আছে চাঁদের আলো।

লালু ঢোকে। সঙ্গে টর্চ, রেডিও, লাঠি ও পুলিশের বাঁশি। রেডিওতে অল ইন্ডিয়া রেডিও-র উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর হচ্ছে। লালু কালভার্টে বসে খৈনি ডলে। হঠাৎ রেডিও-র সেন্টার সরে যায়। নয়েজ আসতে থাকে।]

লালু ঃ আব্বে শালা

[রেডিওতে সেন্টার ধরতে চেষ্টা করে। পারে না। বন্ধ করে রেখে দেয়। খৈনিতে মন দেয়। ভিখু এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে দেখছিল। এবার নড়ে চড়ে বসে।]

লালু ঃ কীরে ভিখু? কী খবর?

[ভিখু উত্তর দেয় না। সে কথা বলে না। লালু ভিখু কে একটু খৈনি দেয়। ভিখু উঠে এসে নেয়।]

[দৃশ্যান্তর]

২

লালু ঃ কী রে? রেডিও তো গেল। তুই কিছু শোনাবি নাকি?

[ভিখু তার চটের থলি থেকে একটা বাঁশি বার করে। সুর ধরে। মালকোষ। দুজনেই তন্ময় হয়ে শোনে।

পেছনে হালকা করে ভেসে আসে দাম্পত্য কলহের আওয়াজ। জিনিষপত্র ভাঙার আওয়াজ। এরা কেউ খেয়াল করে না। যেদিক দিয়ে লালু ঢুকেছিল তার উল্টোদিক থেকে মণি ঢোকে। বাজনা শুনে সেও ঢুকেই মাটিতে থেবড়ে বসে পড়ে। ওকে কেউ খেয়াল করেনি। দর্শক দেখতে পায় শুধু। মণি দর্শকদের দিকে মুখ করে বসে। ওর চোখে মুখে রাজ্যের বিরক্তি ওই কলহের আওয়াজ শুনে। ওই আওয়াজ মঞ্চের তন্ময়তা ভেঙে দিচ্ছে বার বার। হঠাৎ লোডশেডিং।

এখন শুধু পূর্ণচাঁদের আলো মঞ্চে। লোডশেডিং-এর মুহূর্তে বাসনের ঝনঝন শব্দে বাঁশির তাল কেটে যায়। তার পর আর কোনো কলহ ইত্যাদির আওয়াজ নেই। কয়েক মুহূর্ত পরে মণি গান ধরে। আর আছে ঝিঁঝির আওয়াজ। এতক্ষণ ঝিঁঝির আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না অন্ধকার হতে সেটা শোনা যায়। গানটা মণির গলা থেকে অনামা চরিত্রেরা ধরে অন্ধকারে তারা ঢুকেছে মঞ্চে। নাটকের কোনো চরিত্র এদের দেখতে পায়না। এদের আমরা কল্পক বলব।]

আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে।। ৩

[হঠাৎ জোরে জেনারেটর চালানোর আওয়াজ শোনা যায়। গানের ছন্দ কেটে যায়।]

মণি ঃ (বিরক্তিতে) গ্যাৎচোরেৎশালা

[এখান থেকে কল্পকরা গান ধরবে]

আমার চোখে ঘুম ছিল না গভীর রাতে,
চেয়ে ছিলেম চেয়ে থাকা তারার সাথে।
এমনি গেল সারা রাতি, পাই নি আমি জাগার সাথি -
বাঁশিটিরে জাগিয়ে গেলেম গানে গানে।। ৩

[আলো চলে আসে। কল্পক বেরিয়ে যায়।

মণি ঃ (বিরক্তিতে) গ্যাৎচোরেৎশালা

[দৃশ্যান্তর]

৩

[চোরের প্রবেশ। চোরের প্রবেশের সাথে সাথে মনোযোগ ওর দিকে ঘুরে যায়। এর ফাঁকে কল্পক আবার কোথায় হারিয়ে যায়।]

চোর ঃ ধুর শালা, আজকেও কারেন্ট চলে এলো। [লালুকে দেখে] আরে লালুদা যে!

লালু ঃ কী রে, আবার রাতে বেরিয়েছিস?

চোর ঃ আরে কী করব বলো, অব্যেস, রাতে আর ঘুম আসেনা যে।

লালু ঃ দেখিস সামলে চলিস।

চোর ঃ আমাদেরও তো পেট চালাতে হবে লালুদা। তাই খুচ খাচ কাজ করি মাঝে মধ্যে। তবে তোমাদের দুর্নাম যাতে না হয় সেটা দেখাও কর্তব্য বই কী। কেন আমার সম্বন্ধে কি কোনো অভিযোগ পেয়েছ?

লালু ঃ না। তবু, তুই চোর আমি পুলিশ - আমি কি তোকে জেনেশুনে চুরি করতে দিতে পারি?

চোর ঃ আরে আমি তো চুরি ছেড়েই দিয়েছি প্রায়। তবে কিনা মাঝে মধ্যে হাত না চালালে বিদ্যেতে মরচে পড়ে যাবে যে! আর আমি যেসব ছিঁচকে কাজ করি তাতে মালিকও টের পায় না কী গেল, কবে গেল? আর ওইসব বড় বড় লোকের টুকটাক জিনিষ সরালে কার ক্ষতি বলো?

লালু ঃ যাই করিস, সামলে। তোর নামে একবার কমপ্লেন এলে কিন্তু এবার আর ছাড়া পাবি না।

চোর ঃ আচ্ছা, এক থালা ভাত নিয়ে যারা নষ্ট করে করে খায় তাদের থালা থেকে দুদানা ভাত হাতসাফাই করে সরিয়ে গন্ধ শুঁকে আমাদের সাধ আহ্লাদ মেটালে কার কী ক্ষতিটা হয় বলো তো? শালা ওদের বাঁচার আর দরকারটা কী, পেয়ে তো গেছে সবই। এবার আমাদের মতো লোকগুলোকে একটু সুযোগ দিক ...

[লালু কিছু বলেনা।]

মণি ঃ (চেঁচিয়ে) গ্যাৎচোরেৎশালা।

চোর ঃ ধুর শালা, রাত বিরেতে পাগল ছাগলের সঙ্গে থাকা যায় না। তুমি থাক লালুদা, আমি চলি। (মুচকি হেসে) একটু কাজ সেরে আসি। তুমি চিন্তা কোরোনা, এ শর্মার হাতের গুণ এখনো শেষ হয়নি।

লালু ঃ দেখিস বাবা, আমাকে ঝুট ঝামেলায় জড়াস না ...

চোর ঃ (বেরিয়ে যেতে যেতে) না, না, আমার ওপর ভরসা করতে পারো। [প্রস্থান]

[চোর বেরিয়ে যাবার পর লালু এদিকে ওদিকে একটু তাকায়। লালু ও চোরের কথোপকথন চলাকালীন ভিখু ও মণির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আভাস দেখা যায়। ভিখু কিছু খেতে দেয় মণিকে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই সব চলতে চলতে এক মুহূর্তে সবাই ফ্রিজ হয়। এদিকে আবার কল্পকরা দৃশ্যমান হয়।]

কল্পক ঃ (গান) আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই।

আলোর মতন, হাসির মতন, কুসুম গন্ধরাশির মতন,
হাওয়ার মতন, নেশার মতন, ঢেউয়ের মতন এসে যাই। ৪

কল্পক ১ ঃ আমরা কে?

কল্পক ২ ঃ আমরা কখনো কবি, কখনো চিত্রকর। কবি আর চিত্রকরে কী তফাৎ আছে বলো?

কল্পক ১ ঃ আসল কথা হল ছবি। দিনের ছবি, রাতের ছবি, আলোর ছবি, অন্ধকারের ছবি, কবিতার ছবি, স্বপ্নের ছবি। এই সব ছবি নিয়েই তো কবিতা তৈরি হয়।

কল্পক ২ ঃ দিনের বেলা এত রঙ আর এত আলো যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কোনটা আসল আর কোনটা ফাঁকি চট করে বোঝা যায়না। রাতে এই সাদাকালোর আলোছায়ায় যা তৈরি হয় তার পুরোটাই খাঁটি।

কল্পক ১ ঃ রাত্রি বিশাল, কারণ অন্ধকারের কালো যে সর্বংসহা। সে সবকিছু ধারণ করে বসে থাকে। শুধু দেখার মন চাই।

কল্পক ২ ঃ রাত্রিকে কোনোদিন মনে হত সমুদ্রের মতো;
আজ সেই রাত্রি নেই।
হয়তো এখনো কারও হৃদয়ের কাছে আছে সে রাত্রির মানে;
আমার সে মন নেই
যে মন সমুদ্র হতে জানে।

একবার ঝরে গেলে মন
সেই ঝরাফুল কুড়োবার আর নেই অবসর;
তখন প্রখর সূর্য জীবনের মুখের উপর -
তখন রাত্রির ছায়া জীবনের স্নায়ুর উপর -
জীবন তখন শুধু পৃথিবীর আহ্নিক জীবন। [৫]

কল্পক ১ ঃ সেই মন যাতে ঝরে না যায় তাই আমরা রাতের পর রাত ছবি খুঁজে বেড়াই। জীবনের ছবি। খুঁজে বেড়াই কেমন টুকরো টুকরো ছবির মধ্যে ফুটে ওঠে জীবন। আমাদের বেঁচে থাকা, তোমাদের বেঁচে থাকা। আমদের স্বপ্ন, তোমাদের স্বপ্ন। বেঁচে থাকাটাই তো একটা খোঁজ।

কল্পক ২ ঃ আমাদের বুকের ভেতরে একটা নীলকণ্ঠ পাখি থাকে। সেই পাখিটাকে খোঁজারই আরেক নাম জীবন। আর সেই খোঁজের ছবিই আমরা খুঁজি।

কল্পক ১ ঃ দিনের আলোয় মানুষ বড় মেকি থাকে। রাত্তিরে সে নিজের কাছে ফেরে। সেই ফেরার ছবি বড়ো সুন্দর।

কল্পক ২ ঃ শুধু তা-ই পবিত্র, যা ব্যক্তিগত। গভীর সন্ধ্যায়
নরম, আচ্ছন্ন আলো; হলদে ম্লান বইয়ের পাতার
লুকোনো নক্ষত্র ঘিরে আকাশের মতো অন্ধকার;
অথবা অত্যর চিঠি, মধ্যরাতে লাজুক তন্দ্রায়
দূরের বন্ধুকে লেখা। [৬]

কল্পক ১ ঃ দিনের বেলায় যারা ছুটোছুটি করে বেড়ায় জীবন জীবিকার সন্ধানে - তারা প্রায়ই ভুলে যায় খুঁজতে। বেঁচে থাকাটা তাদের কাছে অভ্যেস মাত্র। ওই চোরেরা যেমন অভ্যেসের তাড়নায় গভীর রাতে নেমে আসে রাস্তায়, তেমনি ওরাও মাঝরাতে অভ্যেস মতো ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে ফিরতে কখনো কখনো অনভ্যস্ত স্বপ্নে দেখে কিছু একটা খোঁজার ছিল। ঘুম ভাঙতেই আবার সব ভুলে যায়।

কল্পক ২ ঃ কারণ তাদের কখনো চিন্তা হয়না কাল কী খাব? আমাদের মতো যাদের কালকের খাবারের নিশ্চয়তা নেই তাদের মধ্যেই অজান্তে চলে খোঁজ। রাতে একলা হয়ে তারা খোঁজে সেই নীলকণ্ঠ পাখিটাকে। তারপর ভোর হলে সব ভেঙে যায়। প্রতিটি ভোরে বিগত দিনের স্বপ্নগুলো দীর্ঘশ্বাস হয়ে ঝরে পড়ে আর অনাগত একটি দিনের মৃত্যু হয়। স্বপ্ন ও দীর্ঘশ্বাস। ছবির পরে ছবি সাজিয়ে বয়ে যায় জীবনের চলচ্চিত্র ... [এই কথার পেছনে অপর কল্পক মৃদু সুরে আগের গানটি গাইতে থাকে]

[দৃশ্যান্তর]

৪

[কল্পকের গানের রেশটা হঠাৎ কেটে বাইরে থেকে একটা হল্লাগুল্লার আওয়াজ শোনা যায়। দুই দালাল ধাক্কা দিতে দিতে এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিকে মঞ্চে ঢোকায়। মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি মানে বাবু মাতাল।]

দালাল ১ ঃ এই শালা, মাইরি ভেবেছিস কী?

বাবু ঃ গায়ে হাত দেবে না বলছি ...

দালাল ২ ঃ চোপ শালা বেশি রোয়াবি দেখালে ইয়ে কেটে রেখে দেব।

বাবু ঃ মুখ সামলে ...

কমলি ঃ আরে বাবু পুরনো লোক ছেড়ে দে ...

দালাল ১ ঃ চোপ শালি, খানকি মাগি -

দালাল ২ ঃ আর পিরিত দেখাতে হবে না ...

[ঠেলে ফেলে দেয় বাবুকে। এবার লালু চেঁচিয়ে ওঠে।]

লালু ঃ অ্যাই শালারা কী হচ্ছে কী? ভাগ -

[দুই দালাল একটু থমকায়। তারপর থুতু ফেলে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে যেতে যেতে শেষ কথাগুলো বলে।]

দালাল ১ ঃ শালা এবারের মতো বেঁচে গেলি।

[কমলি বাবুর কাছে গিয়ে বসে। তাকে উদ্দেশ্য করে]

দালাল ২ ঃ শালি মাগির পিরিত দেখ ... [প্রস্থান]

[কমলি পড়ে থাকা বাবুকে টেনে এনে কালভার্টে বসায়। লালুও ওই কালভার্টেরই আরেক প্রান্তে বসে আছে। কমলি বাবুর কাছে দাঁড়ায় ও পায়ের কাছে বসে। ভিখু একটু নড়েচড়ে এদের কাণ্ডকারখানা দেখলেও মণির কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।]

বাবু ঃ (আহত অভিমানে) ওরা আমার গায়ে হাত তুললো, কমলি -

কমলি ঃ কেন যে বাবু তুমি কুত্তার বাচ্চাগুলোর সঙ্গে লাগতে যাও - ওসব কি তোমার সাজে?

লালু ঃ মশাই আপনি বুড়ো মানুষ ওদের সঙ্গে ঝুটঝামেলায় না যাওয়াই ভাল।

[বাবু এদের কথা শুনছে না। সে আপন অভিমান ও অপমানে জ্বলছে। কমলি ব্লাউজের ভিতর থেকে পান বার করে মুখে দেয়।]

বাবু ঃ (নিজের মনে, থেমে থেমে) আমার গায়ে হাত তুললো। আমার গায়ে - কমলি, তুই বল - আমি কি আজকের লোক? ওদের জন্মাবার আগে থেকে আমি আসছি এ পাড়ায়। সেদিনের ছোকরা ওরা কি না আমার গায়ে হাত দিল ... (আস্তে আস্তে কথা জড়িয়ে আসে) এ পাড়ার জন্য আমি কম করেছি? কমলি, তোর মনে আছে সেই আমার গল্পটা বেরোবার পর এন.জি.ও.দের কি হম্বিতম্বি। শালা, সব শালা মজা লুটতে আসে। তুই বল ...। শালা..। তোকে নিয়ে আমি আবার একটা গল্প লিখব আমার মাথায় ঘুরছে ... তুই একটা পাখি হয়ে উড়ে যাবি আমার গল্পে ... শালা আমি দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে ছবিটা ভাসছে...

[কমলি পানের পিক ফেলে। বাবুর কথা সে শুনছিল না। সে জানে বাবু এরকম প্রায়ই বলে। বাবু আস্তে আস্তে চুপ হয়ে যেতে হঠাৎ ওর খেয়াল হয় বাবু ঘুমিয়ে পড়ল না তো?]

কমলি ঃ বাবু ঘর যাবে না?

[উত্তর নেই, বাবু ঘুমিয়ে পড়েছে।]

কমলি ঃ ধুর শালা ...

[দৃশ্যান্তর]

৫

[কমলির 'ধুর শালা' বলার পর বেশ কিছুক্ষণ সব চুপ। শুধু সেতার বাজছে পেছনে। লালু উশখুশ করছে কমলির সঙ্গে কথা বলার জন্যে। নানারকম ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। রেডিও নিয়ে নাড়াচাড়া করে, উঠে একবার একটু পায়চারি করে আসে, ইত্যাদি। অবশেষে কথা বলে। এই সময় ভিখু আবার গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়েছে তার চটের উপর। মণি শিরদাঁড়া সোজা করে বসে আছে কমলিদের থেকে উলটো মুখে চেয়ে; যেন ও রাতে এই সব অবাঞ্ছিত ঝামেলায় বিরক্ত। একটু পরে মণিও অন্যমনস্ক হয়ে পড়বে কিন্তু এদিকে ফিরবে না।]

লালু ঃ (কমলিকে উদ্দেশ্য করে) বাবুর আঁতে লেগেছে। বয়স তো কম হল নাই। কেন যে লাগতে যায় উঠতি ছোকরাগুলোর সঙ্গে...

[কমলির কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, লালু উশখুশ করে।]

লালু ঃ বাবু কি ঘর যাবে, না তোমার ঘর যাবে?

[কমলি এতক্ষণে মুখ তুলে তাকায়]

লালু ঃ তুমি কি সারারাত বসে থাকবে এখানে?

কমলি ঃ (হঠাৎ রেগে ঝাঁজিয়ে ওঠে) কেন? তুমি যাবে আমার ঘরে?

[লালু আমতা আমতা করতে থাকে]

কমলি ঃ মুরোদ নেই তার পুরুষ মানুষ, (ভেংচিয়ে) 'কেন যে লাগতে যায় উঠতি ছোকরাগুলোর সঙ্গে'। মুরোদ আছে তাই লাগতে যায়। বাবুর কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও।

[বেশ কিছুক্ষণ নীরবতা। লালু একটু ভড়কে গেছে ঝাড় খেয়ে। তবে সে আবার কথা শুরু করে।]

লালু ঃ রাগ করো কেন? বাবু তো বড় ঘরের লোক বলেই মনে হয়, সারারাত রাস্তায় পড়ে থাকবে তাই বলছিলাম ... আমরা ছোটোখাটো মানুষ, আমাদের কথা কি আর ধরতে আছে?

কমলি ঃ (রাগ পড়েছে, একটু বিরক্ত) তোমার কি আর কোনো কাম কাজ নেই?

লালু ঃ নাহ্। আর কী কাজ থাকবে বলো, এই জেগে থাকা ছাড়া। আমাদের জন্য এই কাজই ভালো। নাইট ডিউটি - শান্তির কাজ।

কমলি ঃ ঘরে মাগ নেই? বিয়ে-থা করো নি?

লালু ঃ আপনার নেই ভাত, শঙ্করাকে ডাক! (কিছুক্ষণ চুপ) বিয়ে করেছিলাম বটে। কিন্তু ভালো খাওয়াতে পরাতে না পারলে বৌ থাকবে কেন?

কমলি ঃ ঠিক হয়েছে বৌ ভেগেছে। যে পুরুষ মানুষের মুরোদ নেই তার বিয়ে করাই উচিত নয়।

লালু ঃ সত্যিই মুরোদ নেই গো। (দীর্ঘশ্বাস) বৌকে সুখি করতে গেলে অন্য মুরোদও লাগে।

[আবার খৈনি বার করে। খৈনি তৈরি করে।]

কমলি ঃ তুমি মাইরি সত্যিই ম্যাদামারা ভেড়ুয়া ...

[কমলিও এবার চায়। কমলিকে খৈনি দেয়।]

লালু ঃ হ্যাঁ গো, তোমাদের কাছে তো অনেক লোকেই যায়, আমার মতো অক্ষম লোকও যায়?

কমলি ঃ তোমার মতো হেজে যাওয়া লোকই থাকে বেশি। বড়লোকদের তো এখন ঘরেই আসর বসে - আমাদের কাছে আসার আর দরকার পড়ে না।

লালু ঃ সেই বটে। শালা পয়সার জোর থাকলে সব হয় ... সবাইকে শালা খুশি করা যায়। (একটু চুপ, তারপর বাবুকে দেখিয়ে) বাবুও কি আমাদের মতো লোক?

কমলি ঃ ছি! ছি! বাবু মস্ত মানুষ। গল্প লেখে। অনেক দিন ধরেই আমার কাছে আসে। অন্য কারোর কাছে যায় না। তাই তো ওদের চোখ টাটায়। (থেমে) একলা মানুষ। (আবার বিরতি) আমায় নিয়েও কত গল্প লিখেছে ...

বাবুরও বৌ পালিয়েছে। ডিভোর্স। তোমার মতোই বাবুরও ক্ষেমতা নেই মেয়েমানুষকে সুখি করার।

লালু ঃ তবে তোমার কাছে আসে কেন?

কমলি ঃ শরীরের সুখটাই কি সব গো? অমন দেবতুল্য মানুষের তুই শরীরটাই দেখলি, মনটা দেখলি না।

[চুপ। কমলি যেন অন্য ভাবনার রাজ্যে চলে গেছে।]

লালু ঃ (আপন মনে) তাই হয় গো। মানুষ শরীরটাই দেখে, মনটাকে কজন দেখতে পায় বলো ...

[দৃশ্যান্তর]

৬

[সামনে কমলি ও কল্পকের একজন বসে আছে ঘনিষ্ঠ ভাবে। সে এখন কমলির প্রেমিক। কল্পক কমলির কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে। চাপা টেনসন দুজনের মধ্যে। দাঁতে ঘাস ছিঁড়ছে কল্পক, আর নখ খাচ্ছে কমলি। আলো পড়ছে পেছন থেকে, কারোর মুখ দেখা যাচ্ছে না। কবিতা শোনা যায় নেপথ্যেঃ

সাহস হল না।
বস্তুত সাহসী নই রৌদ্রের মতন
খুব অন্ধকারে চলে যেতে।
যত কাছে এলে তুমি তত যেন বেশি অন্ধকার।
স্বচ্ছ করে দিয়ে যাব তোমাকে, তেমন
সাহস হল না।
সেই ভয়েই আমি সব হারালাম। [৭]

এরকম বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর উঠে বসে কল্পক। তারপর উঠে দাঁড়ায়।]

কল্পক ঃ না, তা হয় না কমলা। আমি আর তোমার দায়িত্ব নিতে পারি না, আমারও সংসার আছে।

[কল্পক আস্তে আস্তে দূরে সরে যায়]

কমলি ঃ (হাহাকারের মতো) আমার যে আর ফেরার পথ নেই ...

মা, তুমি কেমন আছো?
আমার পোষা বেড়াল খুনচু, সে কেমন আছে
সে রাত্তিরে কার পাশে শোয়
দুপুরে যেন আলি সাহেবের বাগানে না যায়
মা, ঝিঙে মাচায় ফুল এসেছে?
তুলিকে আমার ডুরে শাড়িটা পড়তে বলো
আঁচলের ফেঁসোটা যেন শেলাই করে নেয়
তুলিকে কত মেরেছি আর কোনোদিন মারবো না
আমি ভালো আছি, আমার জন্যে চিন্তা করো না
মা, ~~আমাদের~~
মা, তোমাদের ঘরের চালে নতুন দিয়েছো?
এবারে বৃষ্টি হয়েছে খুব
তরফদারবাবুদের পুকুরটা কি ভেসে গেছে?
কালু-ভুলুরা মাছ পেয়েছে কিছু?
একবার মেঘের ডাক শুনে দুটো কইমাছ উঠে এসেছিল ডাঙায়
আমি আমগাছ তলায় দুটো কই মাছ ধরেছিলাম
তোমার মনে আছে, মা?

আমি কিছু টাকা জমিয়েছি, সোনার দুল গড়িয়েছি
একদিন কী হলো জানো, মা
আকাশে খুব মেঘ জমেছিল, দিনের বেলা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার
মনটা হঠাৎ কেমন কেমন করে উঠলো
দুপুরবেলা চুপি চুপি বেরিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম
স্টেশনে নেমে দেখি একটা মাত্র সাইকেল রিকশা
খুব ইচ্ছে হলো, একবার ~~আমাদের~~ তোমাদের বাড়িটে দেখে আসি
রথতলার মোড়ে আসতেই কারা যেন চেঁচিয়ে উঠলো
কে যায়, কে যায়?
দেখি হাবলু-শ্রীধরদের সঙ্গে তাস খেলছে দাদা
আমাকে বললো, হারামজাদী, কেন ফিরে এসেছিস?
আমি ভয় পেয়ে বললাম, ফিরে আসিনি গো, থাকতেও আসিনি একবার শুধু দেখতে এসেছি
হাবলু বলল, এটা একটা বেবুশ্যে মাগী
কী করে জানলো বলো তো, তা কি আমার গায়ে লেখা আছে?
আমি বললাম, দাদা, আমি মায়ের জন্য কটা টাকা এনেছি
আর তুলির জন্য ...
দাদা টেনে এক চড় কষালো আমার গালে
আমাকে বিক্রির টাকা হকের টাকা
আর আমার রোজগারের টাকা নোংরা টাকা
দাদা সেই পাপের টাকা ছোঁবে না, ছিনিয়ে নিল শ্রীধর

আমাকে ওরা দূর দুর করে তাড়িয়ে দিল
আমি তবু দাদার ওপর রাগ করিনি
দাদা তো ঠিকই করেছে, আমি তো আর দাদার বোন নই
তোমার মেয়ে নই, তুলির দিদি নই
আমার টাকা নিলে তোমাদের সংসারের অকল্যাণ হবে
না, না, আমি চাই তোমরা সবাই ভালো থাকো
গরুটা ভালো থাকুক, তালগাছ দুটো ভালো থাকুক
পুকুরে মাছ হোক, খেতে ধান হোক, ঝিঙে মাচায় ফুল ফুটুক
আর কোনোদিন আমি ওই গ্রাম অপবিত্র করতে যাব না। [৮]

[কবিতা চলতে চলতে সামনের ওই আলোটা নিভে যায়। কমলিকে নিজের জায়গায় দেখা যায়। হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। হয়তে ঘুমোচ্ছে হয়তো ভাবছে। কবিতা শেষ হয়। সেতারের আওয়াজ বাড়ে। লালুও ঢুলছে।]

[দৃশ্যান্তর]

৭

[সবাই ঘুমোচ্ছে। সেতার বাজছে। একজন কল্পক ঢোকে।]

কল্পক ঃ (গান) আমরা স্নিগ্ধ কান্ত, শান্তি, সুপ্তি ভরা,
আমরা আসি বটে তবু কাহারে দিই না ধরা,
আমরা শ্যামলে, শিশিরে,গগনের নীলে,
গানে, সুগন্ধে, কিরণে, নিখিলে
স্বপ্নরাজ্য হতে ভেসে এসে স্বপ্নরাজ্যদেশে যাই।। [৪]

[কবিতার শেষের দিকে মণির নড়াচড়া শুরু হয়। এবং গান শেষ হলে সে উঠে দাঁড়ায়, এদিকে ফেরে, কমলিকে দেখে। অথবা, মণি আগের দৃশ্যে বাইরে বেরিয়ে গেছিল, গানের শেষক'টি লাইনে সে মঞ্চে ঢোকে ও কমলিকে দেখে থমকে যায়। কমলিকে দেখার পর মণি কমলির দিকে এগোয়। মুখ গুঁজে থাকা কমলিকে ডিস্টার্ব না করে যতটা ভালো ভাবে সম্ভব দেখে। দেখে আপন মনে বলে ওঠে,]

মণি ঃ পলিন? তুমি? সত্যিই তুমি? আই নিউ ইউ উইল কাম। ইউ হ্যাড টু।

[কমলির কাছে গিয়ে বসে। ওর গুঁজে থাকা মাথার চুলে আলতো করে হাত দেয়। আদরে হাত বোলায়। কমলির তন্দ্রা ভেঙে যায়। চমকে ওঠে। কমলি চিৎকার করে ওঠে, 'ও মা গো'। চিৎকারে লালুরও চটকা ছুটে যায়। কমলি মুখ তুলতেই মণি বুঝতে পারে এ সে নয়। মণি বিদ্যুৎপৃষ্টের মতো পিছু হটে যায়।]

মণি ঃ (চিৎকার) না না। তুমি না। তুমি না। সে তুমি না। (আস্তে আস্তে গলা নেতিয়ে পড়ে) সে আসবে। আমি জানি সে আসবে।

[মণি পিছু হটতে হটতে ঘরে এক প্রান্তে চলে যায়। তারপর একটু স্থির হয়। এবং কবিতা বলতে থাকে।]

মণি ঃ Escape me?
Never—
Beloved!
While I am I, and you are you,
So long as the world contains us both,
Me the loving and you the loth,
While the one eludes, must the other pursue.
My life is a fault at last, I fear—
It seems too much like a fate, indeed!
Though I do my best I shall scarce succeed—
But what if I fail of my purpose here?

It is but to keep the nerves at strain,
To dry one's eyes and laugh at a fall,
And baffled, get up to begin again,—
So the chase takes up one's life, that's all.
While, look but once from your farthest bound,
At me so deep in the dust and dark,
No sooner the old hope drops to ground
Than a new one, straight to the selfsame mark,
I shape me—
Ever
Removed! ৯

[মণি কবিতা বলতে বলতে বসে পড়ে বা বেরিয়ে যায়। মণির কবিতা চলাকালীন কমলি উঠে দাঁড়ায়। ও আর এখানে থাকা নিরাপদ বোধ করছে না। অসহায়ের মতো লালুর দিকে তাকায়। লালু বুঝতে পারে। তারপর দুজনে মিলে ঘুমন্ত বাবুকে নিয়ে বেরিয়ে যায়।]

[দৃশ্যান্তর]

৮

নেপথ্য ঃ (গান) আমরা অরুণ কণক কিরণে চড়িয়া নামি,
আমরা সান্ধ্য রবির কিরণে অস্তগামী -
আমরা শরত ইন্দ্রধনুর বরণে,
জ্যোৎস্নার মতো অলস চরণে,
চপলার মতো চকিত চমকে চাহিয়া ক্ষণেক হেসে যাই।। ৪

[গান যখন চলছে, ভিখু ঘুমোচ্ছে। হঠাৎ একদিক থেকে পাখি ঢোকে। ভিখুকে দেখতে পায়। ঘুমন্ত ভিখুর কানের কাছে গিয়ে জোরে 'কুউউ' করে লুকিয়ে পড়ে। ভিখু ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। কাউকে দেখতে পায় না। মুখে হালকা হাসি ফোটে। বুঝতে পারে পাখি এসেছে।]

পাখি ঃ (আড়াল থেকে) টুকি!

[ভিখু এদিকে ওদিকে তাকায়। পাখি পেছন থেকে পা টিপে টিপে এগিয়ে এসে ভিখুর চোখ টিপে ধরে।]

পাখি ঃ ধাপ্পা! আমি পাখি।

[ভিখু পাখির হাতদুটো ধরে সামনে নিয়ে আসে। ভিখুর চোখে মুখে উল্লাস।]

পাখি ঃ কী গো কার কথা ভাবছো?

[ভিখু হাসে]

পাখি ঃ আচ্ছা তুমি কার জন্যে বসে থাক এখানে? বলো না?

[ভিখু পাখির দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে]

পাখি ঃ বুঝেছি আমায় বলবে না তাই তো? ঠিক আছে, না বললে আমিও চলে যাবো। আর আসবো না।

[পাখি চলে যেতে চায়। ভিখু হাতটা টেনে ধরে, একটা আস্তে ব্যাথামিশ্রিত 'আঁ-আঁ-আঁ' বেরোয় ওর মুখ থেকে।]

পাখি ঃ আচ্ছা আচ্ছা যাব না। কিন্তু তোমাকে আজ কথা বলতেই হবে। আমি জানি তুমি কথা বলতে পার।

[ভিখু লজ্জা পায়।]

পাখি ঃ আচ্ছা আমার কানে কানে অন্তত বলো। বলো না কার জন্যে তুমি বসে থাক?

[কান পেতে দেয়। ভিখু কিছু বলে।]

পাখি ঃ সত্যি? তুমি আমার জন্যে বসে থাক? তুমি খুব ভাল। (ভিখুর গলা জড়িয়ে ধরে) কিন্তু তুমি কথা বলো না কেন? তুমি এত সুন্দর বাঁশি বাজাও অথচ কথা বলোনা; কেন? তুমি কথা না বললে কিন্তু আমি আবার চলে যাব রাগ করে। আমি এই

এক থেকে পাঁচ গুনছি, এই এক-দুই-তিন-

ভিখু ঃ (লোকটি কাঠবাঙাল) আচ্ছা আচ্ছা আমি কথা বলছি।

পাখি ঃ কী মজা, কী মজা! কথা বলেছে!

[ভিখুকে ঘিরে নাচতে থাকে। ভিখু ওর হাত ধরে থামায়।]

পাখি ঃ কিন্তু তুমি কথা বলো না কেন?

ভিখু ঃ আমি কথা বললেই লোকে আমায় খেপাত। তাই আমি আর লোকের সামনে কথা বলিনা।

পাখি ঃ কেন? খেপাত কেন?

ভিখু ঃ আমি যে বাঙাল গো! আমি যে তোমাদের মতো কথা কইতে পারিনা। তাই খেপায়।

পাখি ঃ ধুৎ! খেপাবে কেন? তোমার কথাগুলো কী মিষ্টি। তোমার বাঁশির মতোই মিষ্টি। তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো, আমি তোমাকে খেপাবো না। (ভিখু ঘাড় নাড়ে) আচ্ছা তুমি সবার সামনে বাঁশিও বাজাও না। কেন?

ভিখু ঃ (হেসে) সে তুমি বুঝবে না পাখিদিদি।

পাখি ঃ বলো না -

ভিখু ঃ সবার সামনে বাজালে যে আমার বাঁশি খারাপ হয়ে যাবে গো। আমি শুধু রাতে বাজাই, যখন লালুদাদা থাকে, মণিদাদা থাকে আর যখন এরকম ঘুমের মধ্যে তুমি আসো।

পাখি ঃ কেন?

[ভিখু উত্তর দেয় না। শুধু হাসে। কল্পকদের একজন বেরিয়ে আসে কোথা থেকে।]

কল্পক ঃ সে তুমি বুঝবে না।

পাখি ঃ কেন?

কল্পক ঃ তুমি যে এখনও ছোট।

পাখি ঃ না, আমি কতো বড় হয়ে গেছি। এখন আমি সাইকেল চালাতে পারি জানো?

কল্পক ঃ তোমাকে যে আরো বড়ো হতে হবে।

পাখি ঃ না, আমি ঠিক বুঝব, ওকে বলতে বলো না -

কল্পক ঃ আসলে কী জান? ও নিজের আনন্দেই বাঁশি বাজায়। তাই রাত্তিরে একা একা বা তোমাকে শোনাতে বাঁশি বাজায়।

পাখি ঃ কেন? দিনে বাজালে কী হবে? দিনে কি আনন্দ হয় না?

কল্পক ঃ ভয় পায়। বাঁশি শুনে কেউ পয়সা দিয়ে দিলেই যে আনন্দটা মাটি হয়ে যাবে।

পাখি ঃ আমাকে দেখে আনন্দ পায় কেন?

কল্পক ঃ তুমি যে পাখি, নীলকণ্ঠ পাখি।

পাখি ঃ ধুৎ, আমার ডাকনাম তো শুধু পাখি, নীলকণ্ঠ পাখি হব কেন?

কল্পক ঃ হয় গো, হয়। প্রত্যেকের না একটা নিজের নীলকণ্ঠ পাখি থাকে। ও যে তোমার মধ্যে ওর নীলকণ্ঠ পাখিটা দেখতে পেয়েছে, তাই তো তোমায় দেখলে ওর এত আনন্দ।

পাখি ঃ ধুৎ, তুমি ভীষণ বাজে কথা বল। আমি কেন নীলকণ্ঠ পাখি হতে যাব? তোমার সঙ্গে আমি কথা বলব না। আমি ওর বাঁশি শুনব।

[এদের কথোপকথনের ফাঁকে ভিখু বাঁশি বাজাতে শুরু করেছিল। পাখি গিয়ে ওর পাশে বসে বাঁশি শুনতে থাকে। কল্পক বেরিয়ে যায়। একটু পরে পাখি ভিখুর কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে বাঁশি থামে। পাখি উঠে বসে।]

পাখি ঃ শোনো না, লুকোচুরি খেলবে? তুমি চোখ বন্ধ করো, আমি লুকোবো। আমি না ডাকলে কিন্তু চোখ খুলবে না।

[ভিখু চোখ বন্ধ করে বসে থাকে। পাখি বেরিয়ে যায়। সেতার শুরু হয় আবার। ওই বসে থাকা অবস্থায় ভিখু ঘুমিয়ে পড়ে। ভোর হয়ে আসতে থাকে। সেতারে ভৈরবী।]

[দৃশ্যান্তর]

৯

[ভোর হচ্ছে। আলো বাড়ছে। ভিখু ঘুমোচ্ছে। সেতার বাজছে। মণি জেগে ওঠে বা বাইরে থেকে ঢোকে। পুব দিকে চেয়ে দেখে ভোরের আভাস।

নেপথ্য থেকে ভেসে আসে কবিতা ঃ
হে প্রিয়, নির্বাক কুসুম, এবে উন্মোচিত হও
হে তমস, বিদ্যুল্লতায় ঘেরা, মরুৎ বাহন
হে অদৃশ্য সকল দেখার শ্রেষ্ঠ, কাঙাল ভুবন
দেখো কত একা আছি, বাতিস্তম্ভে জাগ্রত প্রহরী
নেই আভরণ, নেই না পাওয়ার কোনো অভিমান
হে প্রিয়, হে বাঙময় নির্মাণ, দেখা দাও, দেখা দাও! ১০
কবিতার সাথে সাথে মণি যেন হাত নেড়ে সূর্যকে জাগাচ্ছে।]
[আলো বাড়ে আরো। ভোরের সাদা আলো।

এক-দুজন যায় মর্নিং ওয়াক করতে। একজন খবরের কাগজঅলা সাইকেল চালিয়ে ঢোকে। কালভার্টের গায়ে সাইকেলটাকে ঠেস দিয়ে রাখে। কাগজ সাজায়। আওয়াজে ভিখুর ঘুম ভেঙে যায়। সে তার সম্পত্তি গুছিয়ে কালভার্টের পেছনে রেখে ভিক্ষের জন্যে তৈরি হয়। প্রথম পয়সা দেয় কাগজঅলাই। রোজকার মতো। লোকজন বাড়ে। কাজের লোক যায়। চাষা-ভুষো টাইপের লোক যায়। তারপরে দাদার হাত ধরে পাখি স্কুলে যায়। ভিখুর দিকে ভ্রূক্ষেপও করেনা। যেতে যেতে বলে, 'দেখ দাদা লোকটা কী নোংরা' বা ওই জাতীয় কিছু। দু-এক জন এসে কাগজ কেনে। আওয়াজ বাড়ে। ব্যস্ততা বাড়ে। গোলমাল বাড়ে।

তারপর হঠাৎ সবকিছু ছাপিয়ে ভেসে আসে নেপথ্য থেকে বাঁশির আওয়াজ। সব মৌন হয়ে যায়। মাইম। আওয়াজ বলতে শুধু বাঁশি। নেপথ্য থেকে ভেসে আসে স্বরঃ

যাও পাখি,
আমার বুকের নীলকণ্ঠ পাখি
তোমায় দিলেম উড়িয়ে।
ছবির পর ছবি পেরিয়ে
সকালের সূর্য, রাতের আঁধার পেরিয়ে
হারিয়ে যাও।
তোমায় খুঁজে খুঁজেই কেটে যাক আমার জীবন,
জীবনভর।

পর্দা নেমে আসে।]

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ
নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে - অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
কবিতা ঃ
১ ছেই - সুভাষ মুখোপাধ্যায় (পরিবর্তিত)
২ ভাঙনের মাটি - অরুণ মিত্র
৩ আমার একটি কথা বাঁশি জানে - রবীন্দ্রসংগীত
৪ আমরা এমনি এসে ভেসে যাই - দ্বিজেন্দ্রগীতি
৫ যৌবনোত্তর - সঞ্জয় ভট্টাচার্য
৬ রাত তিনটের সনেট ঃ এক - বুদ্ধদেব বসু
৭ আলো-অন্ধকারের কবিতা - সঞ্জয় ভট্টাচার্য (পরিবর্তিত)
৮ না পাঠানো চিঠি - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
৯ লাইফ ইন এ লাভ - রবার্ট ব্রাউনিং
১০ হে অদৃশ্য সকল দেখার শ্রেষ্ঠ - সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগের লেখাটি সূচিপত্র পরের লেখাটি